সংবাদ

তারিখ 12 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শেরপুরে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

প্রতিনিধি, শেরপুর

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এ ব্যাপারে তেমন কোন ধারণাই নেই। কেবল তথ্যের অভাবে বিদ্যালয়ে শিশুদের ঝরে পড়ার হার বাড়ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটছে। পাশাপাশি সঠিক তথ্য জানা না থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, বিভিন্ন ফিস এবং চাঁদা আদায় উপবৃত্তি প্রদান ও বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়ম ঘটে চলেছে। এতে সরকারি অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি সরকারের প্রদত্ত সুযোগ থেকেও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ জরুরি। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। গত ২৯ মে দিনব্যাপী শেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

মানুষের জন্য'র সহায়তায় এমএমসি পরিচালিত 'চকসাহাব্দি জনতথ্য ঘরে'র উদ্যোগে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জগদীশ রায়ের সভাপতিত্বে সেমিনারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মকবুল হোসেন প্রধান অতিথি এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আবম জুলকাউসার ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জয়ন্তী প্রভা দেবী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক হাকিম বাবুল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. সুধাময় দাস, সমাজকর্মী ও সংগঠক রাজিয়া সাম্যদ ডালিয়া ও ব্র্যাক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। মুক্ত আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান, খলিলুর রহমান, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম মুকুল, কামরুল হাসান, গোলাম রব্বানী, মলয়চাকী, আবু জাফর, লুৎফুন্নাহার, আশরাফুন্নাহার, জীবন সাহা, এসএম আবু হান্নান প্রমুখ। এমএমসির প্রকল্প সমন্বয়কারী মীর শহীদুল আলম এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং প্রোগ্রাম অফিসার জাহাঙ্গীর হোসেন সেমিনারটি পরিচালনা করেন। এতে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক-অভিভাবক, সমাজসেবী, এনজিও প্রতিনিধিসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।